সৃজন পাঠকের চোখে পাঠক মনস্তত্ত্ব

দীপঙ্কর বাগচী

কবিতার পাঠক কে, কিভাবে তিনি কবিতার সঙ্গে বোঝাপড়া করেন, আর কবিই বা পাঠকের সঙ্গে কিভাবে কথোপকথন চালান, এনিয়ে বাংলা তথা বিশ্বজগতের সমস্ত সন্ধানী মানুষের মধ্যেই নানা প্রশ্ন উত্থাপিত হয় বা হয়েছে। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ নিরন্তর এই প্রশ্নে আলোড়িত। ধরা যাক একজন পাঠকের কথা, যিনি একই সঙ্গে পাঠক এবং স্রষ্টা। আবার অন্যদিকে একজন পাঠক শুধুমাত্র পাঠক। 'পাঠক-স্রষ্টা' এবং 'সাধারণ-পাঠকের ' মধ্যে একধরণের গুত্বপূর্ণ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

যিনি পাঠক কিন্তু একই সঙ্গে শিল্পের কোনও শাখার বা অনেকগুলি শাখার এক সৃজনশীল মানুষ তিনি কিন্তু পাঠ্যবস্তুর বিষয়টিকে যেভাবে দেখেন, শুধুমাত্র পাঠক কিন্তু ওই একই বিষয় অন্যভাবে গ্রহণ করেন। কেন না যিনি পাঠক, তাঁর কাছে যদি একটি গল্পগ্রন্থ বা কাব্যগ্রন্থ রাখা হয় এবং তিনি সেটি পড়েন, তাহলে তার মধ্যে থেকে তিনি শুধুমাত্র এর রসটুকুই গ্রহণ করেন না। রসে পৌঁছনোর পথে তাঁকে অতিক্রম করতে হয় ভাষা, শৈলী, আঙ্গিক, বলার পদ্ধতি সমস্ত কিছুকে। কেন না তার কাছে সাধারণ আনন্দ পাওয়ার ব্যাপারটা নিশ্চয়ই আছে কিন্তু সেই সঙ্গে শিল্প কর্মটিকে মননে ও বুদ্ধিতে ব্যাখ্যার প্রয়োজনও থেকে যায়। এমনকি শুধু ব্যাখ্যা নয়, পূর্বে অথবা সমকালে এর কোন নজির আছে কিনা তাও তাঁকে ভাবতে হয়। এসব নিয়েই সে তার মতো করে সম্পূর্ণ বুদ্ধি শিক্ষা ও ঐতিহ্যগত আলাপ-আলোচনার মধ্যে দিয়ে একে বুনে তে ালেন। আসলে তার সামনে তার নিজের অন্তর্গত শিল্পীসত্তাটিরও দ্বৈরথ চলে। সে চায় পাঠ্য শিল্পবস্তুটিকে যথার্থ বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে নিজের ভিতরে গ্রহণ করা অথবা ত্যাগ করা। মক্ষিকাবৃত্তির মতোই একজন শিল্পীও ঠিক তার প্রয়ে াজনীয় জিনিসটিকে গ্রহণ ও বাতিল করেন দুরূহ-অনায়াসে। যেখানে তিনি পাঠক এবং যেখানে তিনি শিল্পী, এই দুটি দ্বন্দ্ব যেহেতু একই মানুষের মধ্যে ঘটে, যেহেতু পাঠক হিসেবে তিনি কোন একটি বিষয়ের রস খুব স্বাভাবিকভাবে লাভ করতে চ াইলেও শিল্পী সত্তা তাকে অত সহজে সে রস উপভোগ করতে দিতে চায় না। তাকে প্রশ্নে প্রতিপ্রশ্নে আলোড়িত করে তোলে। কখনও কখনও অবশ্য খাতায় কলমে স্রষ্টা নয় এমন সৃজন পাঠকও এই একইভাবে পাঠ্যবস্তুকে উপভোগ করেন। ফলে সেখানে কোনও প্রশ্ন থাকে না। কিন্তু স্রষ্টা পাঠককে যেহেতু নিজেকেই নিজে অতিক্রম করার অলিখিত দায় থেকে যায়, সেক ারণে তিনি যেন এক নিয়তি নির্দিষ্ট পাঠক হিসেবেই উঠে আসেন। অন্যদিকে সাধারণ পাঠকের সে দায় নেই, যদিও সাধ ারণ পাঠকের নানা স্তর আছে। ধরা যাক, যিনি 'মৃণাল সেনে'র 'আমার ভুবন' দেখে আনন্দ পান বা বিতর্ক করেন, তিনি প্র ায়শই ' দেবদাস' দেখেন না (সঞ্জয় লীলা বনশালীর) বা দেখলেও বিতর্কের বিষয় বলে তা মনে করেন না। তবে এই ধরনের মৌলবাদী পাঠক বা দর্শকের মাঝে একধরণের পাঠক বা দর্শক আছেন, যিনি একইসঙ্গে সত্যজিৎ ও রাজকাপুর দুটি ধারাই উপভোগ করেন এবং সমান আনন্দে বিতর্কে বা আলাপ-আলোচনায় অংশ নিতে পারেন। সাহিত্যের বেল াতেও তাই। অনেক সাধারণ পাঠক আছেন, যারা বিনয় মজুমদার পড়েন তাঁরা হয়তো সুবোধ সরকারকে ছুঁয়েও দেখেন না। আবার যারা সুবোধ সরকার বা ব্রত চক্রবর্তীর কবিতাকে সত্যি ভালবাসেন, তাঁরা বিনয় মজুমদারকে সযত্নে এড়িয়ে য ান। ঠিক তেমনিভাবেই কিছু সাধারণ মননশীল পাঠক আছেন, তাঁরা একইসঙ্গে নানারকমের শিল্প ধারাকেই মনের ভিতরে স্বীকার করে নিতে জানেন। সাধারণ অর্থে মৌলবাদীর তক্‌মা তাঁদের জন্যে খাটে না। পাঠক কেমন হবেন তা হয়তো এতো

সহজে বোঝানো কঠিন তা সত্ত্বেও পূর্বের একটি কথার রেশ টেনে বলতেই পারি পাঠকস্রষ্টাও কিন্তু নানা স্তরের হতে পারেন তাঁর শিক্ষা, ব্যক্তিগত অভিচি, সামাজিক সম্প্রেষণের মধ্যে যেটা তৈরী হয়। উদাহরণ হিসেবে নাম না করেই এই অধম স্রষ্টা পাঠক তার অভিজ্ঞতার কথাই বলতে পারে। আমি বহু পাঠক-স্রষ্টাকে দেখেছি যিনি নিজে যে বিশেষ ধারায় লেখেন কিম্বা থিয়েটার করেন, সেই ঘরানার উন্নত স্তরের শিল্প কর্মটি ছাড়া অন্য রকমের ও পদ্ধতির শিল্প সৃষ্টি বা প্রচেষ্টা টিকে গুত্ব দিতে একদম রাজী নন। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এটি নিজের চোখে ঘটতে দেখেছি। এমনকি সাহিত্যের পাঠক মাত্রেই জানেন, মহাকবি জীবনানন্দ দাশও এর ব্যতিত্রম ছিলেন না। তাঁর কাছে এলিয়টের কবিতা একটি কাব্যপ্রয়াস মাত্র অথচ সমালোচকদের দৌলতে আমরা জেনেছি তিনি কতখানি ইয়েটস্-এর কাব্যভাবনার সমর্থক ছিলেন। আমি কিন্তু বিষয়টি ভুল বা ঠিক এরকম কোনও ফতোয়া জারি করতে চাইছি না। প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত ভাবনা ও তাকে সমর্থন করার মৌলিক অধিকার আছে। একইভাবে আরও উদাহরণ দেওয়া যায়। আমি আপাতত, আর একটি উদাহরণ দেবো। যেমন, সত্যজিৎ রায় ও ঋত্বিক ঘটকের তুলনার ক্ষেত্রে। এখানেও স্পষ্টত দুটি মোটা দাগের বিভাজন লক্ষ্য করা যায়। একদল এমনই ঋত্বিক ভক্ত যাঁরা সত্যজিৎ 'ওই একরকম' গোছের মন্তব্য করতে ভালবাসেন আবার উল্টোটাও ঘটে। সেখানে সত্যজিৎ রায় ঈশ্বরের আসনে সমাসীন। কিন্তু বহু দর্শক বা পাঠক এরকম ধারণায় আসীন হলেও, কিছু পাঠক বা দর্শক আছেন যাঁরা এত সহজ সমাধানে বিশ্বাসী নন। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বড় ঔপন্যাসিক নাকি সমরেশ বসু বড় ঔপন্যাসিক,এ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে দেখতে হবে প্রায় সমকালে এই দুজন সাহিত্যিকের সামাজিক পারিপার্শ্ব তাঁদের দুজনের বেড়ে ওঠা,ব্যক্তিগত ধর্মবোধ, কোন কৌম সমাজের প্রতিনিধি। কোন ঐতিহাসিক মূল্যবোধ তাঁদের মজ্জায় প্রবহমান। সেইসঙ্গে আছে শিল্পের স্বাভাবিক মুন্সীয়ানা। বড় না ছোট এই আলোচনার থেকেও গুত্বপূর্ণ কোন সমাজের বা ঐতিহাসিক মূল্যবোধের, অবচেতনের এঁরা প্রতিনিধিত্ব করছেন। এবং যে সময় এঁরা কাজ করছেন সমাজের মূল অভিপ্রায় সে সময় কোন খাতে প্রবাহিত হচ্ছে। সেই নিরিখে একরকমের আলোচনা করা বা অভিমত দেওয়া যায় এবং এই জায়গা থেকে শিল্পীর সাময়িক শ্রেষ্ঠত্বও নিরূপণ করা যায় মাঝে মাঝে। কিন্তু আরও একটু তলিয়ে ভাবলে এসবও থাকে না। কেন না দূরদর্শী কিন্তু সমসাময়িককালে হয়তো সাধারণ পাঠক বা সমালোচনার বিচারে পরাজিত শিল্পী পরবর্তীকালে অনেক বেশী প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছেন এর প্রমাণ তো কম হলেও উপেক্ষণীয় নয়। কোনও একসময় প্রখ্যাত স্যামুয়েল জনসনের জীবনীকার বসওয়েল তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন--

(Q) 'Then, Sir, What is poetry ?'

Ans : 'Why, Sir, it is much easier to say what it is not. We all know what light is, but it is not easy to tell what it is' কথাটি কবিতা প্রসঙ্গে হলেও আসলে সমস্ত শিল্পকর্ম সম্বন্ধেই হয়তো বা প্রযোজ্য। সে যাই হোক পাঠকের এই নানামুখী চরিত্রই কখনও কখনও ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে। এবং সেই পাঠক কখনও সাধারণ পাঠক কখনও বা শিল্পী বা সমালোচক পাঠক। যেমন প্রখ্যাত হ্রদ কবি (Lake Poet) শেলি মনে করেছিলেন, তাঁর কবি বন্ধু অকাল প্রয়াত কীটসের মৃত্যুর কারণ সমালোচকদের কান্ডজ্ঞানহীন বিদ্রুপ। তাহলে! এরকম আরও উদাহরণ দেওয়া যায়। অনেক কবি শিল্পী আছেন যাঁরা সংকোচ এবং সমালোচিত হবার মানসিক যন্ত্রণা থেকে বাঁচবার জন্য নিজের লেখা বা শিল্পকর্মটি প্রকাশিত হতে দিতেই ভয় পান। সারা বিশ্ব বোধহয় এরকমই একজন কবি ছিলেন। যাঁর মৃত্যুর পর আমরা জেনেছি তিনি কত বড়ো কবি। এই মুহূর্তে আমার এক বান্ধবীর কথা মনে পড়ছে, ঝুমা দত্ত, ওই অদ্ভুত সুন্দর মেয়েটিও অনেকটা এরকম। কিছুতেই নিজের লেখা ছাপতে চায় না। দু-একজন কাছের বন্ধুকে লেখা পড়ানো ছাড়া। কথাটি বললাম এই কারণে যে, সব দেশে সব কালেই এরকম উদাহরণ পাওয়া যায়। মনে পড়ছে প্রশান্ত মল্ল বলে কলকাতার বাইরে আসানসোলের এক তণ কবির কথা, আমাদেরই সমকালে যে লিখছে অথচ অদ্ভুত ব্যাপার 'গৌর নিতাই গাছ' বলে একটি অত্যন্ত উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থ থাকা সত্ত্বেও তাঁকে কোথাও প্রকাশিত হতে দেখি না। বন্ধুরাও ওঁর নাম করে না। বিজ্ঞাপন চটকের আলোয় বাঁধানো গোলোকায়নের ডামাডোলের যুগে আমাদের অনেকেই উপেক্ষিত। সাধারণ পাঠকের দায়িত্ব,স্রষ্টা পাঠকদের এই চরম ঔদাসীন্য থেকে বাংলা সাহিত্যের উপেক্ষিত দিকটিতে যথার্থ মর্যাদা দেওয়া।

মজার বিষয় হ'ল গোলোকায়নের এই তীব্র প্রতিষ্ঠার যুগে দেশ-কাল স্থান পাত্র না বুঝেই সমগ্র পৃথিবীকে একই নিরিখে ব্যাখ্যা করার প্রচে ষ্টা দেখা যাচ্ছে সীমাহীন। আধুনিকতার যুগেও ঠিক এই ব্যাপারটাই লক্ষ্য করার বিষয় ছিল। কোনও একটি দেশ তার গায়ের জোরে মূল্যবোধ, ইতিহাস, সংস্কৃতি, শিল্প ও বিজ্ঞানকে সকলের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল। কেননা তার কাছে ছিল তুলনামূলকভাবে জোরালো মারণাস্ত্র ও পুঁজি কিংবা পুঁজিকে করায়ত্ত করার কৌশল। আবার একইভাবে বৌদ্ধিক সাম্রাজ্যবাদের এই যুগে পুঁজি ও তার দোসরেরা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। তারা জানে অগণিত অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত জনগণকে নতুন মোড়কে চকচকে মডেল ছুঁড়ে দিলেই এরা মেতে উঠবে। তাঁরা জানতেও চাইবে না অধুন ান্তের স্বরূপ কি? ইতিহাসকে চরম আক্রমণ করে তারঅসারতা প্রমাণ করাতে এরা যতটা উৎসাহী ঠিক ততটাই নীরব ভ ারতবর্ষের সাধারণ জনজীবনের যথার্থ রূপটিকে জনতার সামনে তুলে ধরতে। শু, মধ্য, অন্ত সমন্বিত ইতিহাস-দর্শনকে অ াঘাত করার প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু কালখন্ডের ইতিহাস ও তার বক্র গতিকে বোঝানোর দায়িত্বও নিশ্চয়ই কোথ াও থেকে যায় আজকের বুদ্ধিবাদীদের। আর তা থাকলে সহজ ভাবেই দেখাতে হবে আজকের সামাজিক অর্থনৈতিক মহ াবৈশ্বিক অবস্থানকে। আমি জানি না যারা এই ইতিহাস-দর্শন বিরোধিতা জনতাকে শেখাচ্ছেন এবং একধরণের অতি সহজ গণতন্ত্রের বাতাবরণ তৈরী করছেন, তারা কিন্তু ইতিহাস, দর্শন গভীরভাবে পড়েই তৈরী করছেন। অথচ জনগণকে অদ্ভুত ভাবে বৌদ্ধিক অন্ধকারে রাখছেন। গুচ্ছ গুচ্ছ বইয়ের পাহাড় ঠেলে ভারতবর্ষের নিজের সমাজ বাস্তবকে অস্বীকার করে যখন এক একজন 'পন্ডিত-পাঠক-স্রষ্টা' বই লিখছেন, বক্তৃতা করছেন আর দাণ ভাবে উত্তর-আধুনিকতার পৃষ্ঠপোষণা করছেন ঠিক তখনই হয়তো আমেরিকা বা প্রথম বিশ্বে একজন শ্বেতাঙ্গ বর্ণ বিদ্বেষী হত্যা করছে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষকে না তৃতীয় বিশ্বে লক্ষ লক্ষ লোক না খেতে পেয়ে নাভিশ্বাস তুলছে। একইরকম ভাবে মৌলবাদী শক্তি ভারতবর্ষের অগণিত সাধারণ ম ানুষকে (মুসলমান) ধর্মের নাম করে অথবা নানা অজুহাতে নৃশংসভাবে হত্যা করছে, আধুনিকতার কালেও এ জিনিস হয়েছিল আর আজ উত্তরাধুনিকতার কালেও ওই জিনিসই ধারাবাহিক ভাবে হয়ে চলেছে। আর মজার বিষয় এখানে কিন্তু কালখন্ড নেই একেবারে সরাসরি ধারাবাহিক আধুনিক ট্রাডিশন। তথাকথিত আধুনিককে পাঠক আমিও সমর্থন করতে পারি না। তবে আধুনিকতার সার্বিক সংজ্ঞা নির্ণয় সত্যিই কঠিন। পঞ্চম শতকে মডার্ন শব্দ থেকে উদ্ভূত মডার্ন কথা টি ব্যাপক অর্থে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এক একজন এক একভাবে দেখেছেন। কিন্তু সবচেয়ে গুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই যে তাকে সঠিক সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করা আজও সম্ভব হয় নি। আর যদি সমসাময়িক হওয়াকে আধুনিক বলে মেনে নিই, তাহলে উত্তরাধুনিকতা অবশ্যই বৃহত্তর আধুনিকতার অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে। কারণ অধুনাকে ধরেই অধুনান্তিক। অতএব অ াজকের এই বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিকে যতোই যন্ত্রের উপস্থিতি ও তত্ত্বকথার ধোঁয়াশায় এক পক্ষ আড়াল করার চেষ্টা কন আদতে মানুষ কিন্তু প্রকৃতিগত ভাবেই প্রাকৃতিক। খিদে, ঘুম, যৌনতা অন্যদিকে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান তার মূল চাহিদা। এগুলি অর্জন করলে সে বাকিটা নিয়ে ভাববে। তাই সাধারণ পাঠক, স্রষ্টা পাঠক দুজনে মননে পৃথক হলেও গোদা অর্থে অজৈব ভাবে একই। আলাদা করা যায় না। আর এই দুই পাঠকই আমরা ধরে নিতে পারি মূল চাহিদাগুলি তার অনেকখা নি মিটেছে, নাহলে বই পড়বে কি করে আর ভাবনা সে তো আরও পরের ব্যাপার। অথচ সারা পৃথিবী সহ ভারতবর্ষ ও ত ার সামাজিক-রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক বিষয় নিয়ে যে আলোচনা আর তাতে যাদের নিয়ে আলোচনা সেই বিরাট মানব অংশ সত্যিই উপেক্ষিত, প্রবল উপেক্ষা ও বঞ্চনার আঘাতে জর্জরিত। সে এখন ভোগের বস্তু আর আমরা ভোক্তা সুতর াং এই কথাগুলির সঙ্গেই কবিতার পাঠক কে? কিভাবে তিনি কবিতার সঙ্গে বোঝাপড়া করেন, আর কবিই বা পাঠকের সঙ্গে কিভাবে কথোপকথন চালান তা কখনও প্রত্যক্ষ আবার কখনও পরোক্ষভাবে জড়িয়ে আছে। বহুকাল আগে সপ্তদশ শতকে জন ডানকে মেটাফিজিক্যাল কবি বলে ঠাট্টা করা হতো,তার নিজের তৎকালীন সমাজ-বাস্তবে। আজ ' মেটা ফিজিক্যাল পোয়েট' বলতে যে সম্মান আমরা অনুভব করি, সেই সমাজে ওটি একপ্রকার ঠাট্টা ছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে টি.এস. এলিয়টের মতো মনীষী কবি তাঁকে যখন স্বীকৃতি দিলেন, তখনই আমরা বুঝতে পারি-- কবিতার পাঠক আসলে কি? আর কিভাবেই বা তিনি কবিতার সঙ্গে বোঝাপড়া করেন। একথা যেন এলিয়টের প্রবন্ধেই নির্দিষ্ট হয়ে যাচ্ছে যেখানে তিনি বলেন "critic and creative artist should frequently be the same person'' ইত্যাদি, অর্থাৎ তিনি সম ালোচক ও শিল্পীকে একই দেহে অর্ধনারীশ্বর কল্পনা করেছিলেন। একটু সরলীকরণ করেই বলি সমালোচক ও শিল্প যেন ফ্রয়েড কথিত সেই এরম ও থানাটসের দুটি রূপ। শিল্পী 'এরম' যে চায় সৃষ্টি, প্রবলতা, প্রাচীনত্বকে ভেঙে গুড়িয়ে নতুনের

জয়গান জীবনের প্রতীক। সমালোচক যেন শিল্পীর ‘থানাটস’ অর্থাৎ মৃত্যুসত্তা, যে ফিরে যেতে চায় উৎসে, প্রশ্ন তুলে ব্যতিব্যস্ত করে শিল্পীর অহংবোধকে। মৃত্যুর মধ্যে যার পরিসমাপ্তি ঘটে। অথবা দার্শনিক নীৎসে কথিত অ্যাপোলোনীয় ও ডাইওনিসিয় ভাবনার মধ্যে।

‘Apollo, considered as an ethical god, commands modulation from his followers, coupled with self –knowledge in order to maintain it’’ অর্থাৎ সমস্ত সৌন্দর্য ও রূপের নৈতিক ইন্দ্রিয়বোধ অ্যাপোলো সত্ত্বা অন্যদিকে--

‘Dionysus is manifested in a multiplicity of forms ; in the mask of a warrior—hero and, it might be said, captured in the net of individual will’. কবিতার পাঠক কখনও সেভাবেই প্রথার উপাসক আবার একইভাবে প্রথা-অনাসক্ত নতুনের আহ্বায়ক। সুতরাং কবিতার পাঠক যদি কবি হন খুবই আনন্দের, আমরা তখন এলিয়ট, এজরা পাউন্ড, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে কিংবা শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, জয় গোস্বামীদের মতো বিদগ্ধদের পাব ঋদ্ধ হবো। আর তা-নাহলে আমাদের বুঝে নিতে হবে কবির সময়, সমকাল, ঐতিহ্যের ইতিহাস, সর্বোপরি নিজের ভিতর বলতে না পারা কথাগুলির যথার্থ অনুভব মনের মুক্তি। কবিতার পাঠক কে হবে আর কিভাবেই বা তিনি কবিতার বা কবির সঙ্গে বোঝা পড়া করবেন তা নির্ভর করে পাঠকের মনের গতিপ্রকৃতির ওপর, তার সমাজ-ইতিহাসের, মনস্তত্ত্বের গভীর টানাপোড়েনের ভিতর সেই-সঙ্গে অনাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখা কবিতার ঐতিহ্য অর্থাৎ পুরোনো কবিদের লেখার গতিপ্রকৃতি ও আজকের কবিদের লেখা ও তার মনস্তত্ত্ব। তবুও শেষপর্যন্ত বলা যায়, সাধারণ পাঠক ও স্রষ্টা পাঠক অর্থাৎ শিল্পীর বোঝাপড়ার সম্পর্কটি দাঁড়িয়ে আছে মূলত দ্বৈরথ বা দ্বন্দ্বের ওপর। এবং এই কারণেই একসময় প্রখ্যাত সাহিত্যতাত্ত্বিক রোলা বাথ পড়াকে একটি বিশিষ্ট কাজ বলে চিহ্নিত করেছিলেন। আর ঠিক একইভাবে আমাদের দেশের প্রাচীন গুরাও বলেছিলেন--

‘‘তরবোহপি হি জীবন্তি, জিবন্তী মৃগপক্ষীনঃ

যঃ জীবতি মনোযস্য মনোনেন হী জীবিত’’

অর্থাৎ তলতা পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ সকলেই জীবন ধারণ করে, কিন্তু তিনি যথার্থ ভাবে জীবিত যিনি মননের সাহায্যে জীবন ধারণ করেন। তাই সাধারণত পাঠক ও স্রষ্টা পাঠক দুজনকেই একসময় একটি বিন্দুতে এসে মিলতে হয়; তা’হল পাঠ; নিরন্তর পাঠ, আর এরই মধ্যে দিয়ে গভীরভাবে অনুভব করা পাঠ্যবস্তুটির মৌল স্বভাব। তার আত্মার ক্রন্দন ও উল্লাস। মনের মুক্তি, মুক্তির মন। যেন বা পাস্কালের ভাষায় হৃদয়ের মস্তিষ্ক নাকি মস্তিষ্কের হৃদয়।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com